অক্টোবর বিপ্লব : শ্রেণিসংগ্রাম তীব্রতর করার অভিযানে ধ্রুবতারা

সীতারাম ইয়েচুরি

মহান নভেম্বর বিপ্লবের (পুরনো ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অক্টোবর বিপ্লব) শতবার্ষিকীর উদ্‌যাপন সম্পন্ন হচ্ছে চলতি ৭ নভেম্বর ২০১৭। বছরভর নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত হয় সি পি আই (এম)-র বিগত একবিংশতিতম কংগ্রেসে (এপ্রিল ২০১৫)। বছর জুড়ে পার্টির সর্বস্তরে রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের সাফল্য, বিশ শতকের ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণে সমাজতন্ত্রের অবদান এবং মানব সভ্যতার অগ্রগতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে কীভাবে তা অনপনেয় ছাপ ফেলেছে তা তুলে ধরা হয়েছে সেইসব কর্মসূচির মাধ্যমে।

সেইসব উদ্‌যাপন এখন এসে মিশেছে 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ প্রকাশের দেড়শো বছর এবং কার্ল মার্কসের জন্মের (৫ মে ১৮১৮) দু'শ বছর উদ্‌যাপনের সঙ্গে। পার্টির রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি তাই অব্যাহত থাকবে।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের যাবতীয় অবদান এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে ও বিশ্বজুড়ে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামে অক্টোবর বিপ্লব কী অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করেছিল তার যাবতীয় বিষয় গত এক বছর ধরে আলোচিত ও নথিভুক্ত হয়েছে। অক্টোবর বিপ্লবের অনুপ্রেরণা বহমান। অক্টোবর বিপ্লব পরবর্তী সময়েই বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। মানব মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম পৃথিবীজুড়ে তীব্র হয়ে উঠে।

সমাজতন্ত্রের পশ্চাদপসরণ

বিপুল ক্ষমতাধর সোভিয়েত ইউনিয়ন কীভাবে এবং কেন ভেঙে গেল এবং সমাজতন্ত্রের অবসান ঘটলো তা নিয়ে সি পি আই (এম) আলোচনা বিশ্লেষণ করেছে। আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি এবং এই ধারণাই বজায় রেখেছি যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল বিজ্ঞানের কোনো খামতির কারণে এই পশ্চাদপসরণ নয়। বরং প্রাথমিকভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক মর্মবস্তু থেকে বিচ্যুতির কারণেই তা ঘটেছে। ফলে এই পশ্চাদপসরণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের নেতিকরণ নয়।

আজকের দুনিয়ায় চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা

কমিউনিস্ট বিরোধী এবং নিন্দুকরা এই প্রশ্ন করতে কখনই ক্লান্ত হয় না যে, কেন আমরা ইতিহাসে পরিণত হয়ে এই বিপ্লবের শতবর্ষ উদ্‌যাপন করছি। তার সাফল্য বা অবদান যাই হোক না কেন, অক্টোবর বিপ্লব তো আর নেই, তাহলে কেন তার উদ্‌যাপন? বিপুল ক্ষমতাধর সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়তো আজ নেই, কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতা আজকের পরিস্থিতিতে চিরন্তনভাবে প্রাসঙ্গিক।

প্রথমত, অক্টোবর বিপ্লব দেখিয়েছে যে, মানবমুক্তির সংগ্রাম বাস্তবে বিজয়ী হতে পারে। তার পরবর্তী অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, মানব সম্প্রদায় ও মানব জাতি কী সাধনে সক্ষম তার পূর্ণ সম্ভাবনা। যে আত্মবিশ্বাসে অক্টোবর বিপ্লব অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করতে পারে তা হলো: যদি অক্টোবর বিপ্লব সফল হতে পারে তাহলে আমাদের মতো অন্যান্য দেশেও বিপ্লব সফল হতে পারে। তাছাড়া, অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতার অন্তত চারটি বিষয় আজকের বিশ্ব পরিস্থিতিতেও প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা

অক্টোবর বিপ্লব স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম দৃঢ়তার সঙ্গে চালিয়ে না গেলে কোনো বৈপ্লবিক সংগ্রামই জয়যুক্ত হতে পারে না। মার্কস নির্ণীত পুঁজিবাদ বিকাশের নিয়মগুলির উপর ভিত্তি করে লেনিন সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে মার্কসীয় ধ্যানধারণা বিকশিত করেন। লেনিন লক্ষ্য করেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ও কেন্দ্রীভবনের নিয়মের ফলেই একচেটিয়া পুঁজিবাদের সৃষ্টি হয় এবং সেই ধারা বেয়েই সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পৌঁছে যায়। এর নানাবিধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো সাম্রাজ্যবাদ গোটা বিশ্বকে পুঁজিবাদী শোষণের আওতার মধ্যে এনে ফেলে এবং একইসাথে, বিশ্বের যাবতীয় সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রগুলির পরস্পরের মধ্যে হিংস্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলের দুর্বলতম গ্রন্থি ভেঙে ফেলার সম্ভাবনা তত্ত্বগতভাবে লেনিন বিকশিত করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছে এবং যুদ্ধের শেষ দিকে সেই দুর্বলতম গ্রন্থি ছিল রাশিয়া। সেই পরিস্থিতি রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণির সামনে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে শোষণ মুক্তির জন্য গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করার সুযোগ এনে দেয়।

সি পি আই (এম)-র বিশতম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত মতাদর্শগত প্রস্তাবে আমরা বিশ্লেষণ করেছি যে, আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির উদ্ভব এবং সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ণের চলতি অভিযানের কারণেই আজকের বিশ্ব পরিস্থিতিতে আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব অনেকটাই স্তিমিত। সাম্রাজ্যবাদী স্তরের মধ্যে বিশ্বায়ণের বর্তমান পর্বে আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির নেতৃত্বে আরও বেশি মাত্রায় পুঁজির আহরণ ঘটছে। এই আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি আরও বেশি মুনাফার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে শিল্প পুঁজি এবং অন্যান্য পুঁজির সঙ্গে মিশে গেছে। আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজি অভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন আক্রমণ নামিয়ে এনেছে, যাতে পুঁজির সংগ্রহ এবং মুনাফা আরও যতটা সম্ভব বাড়িয়ে নেওয়া যায়।

পুঁজিবাদের ইতিহাসের পুরোটা জুড়েই দেখা যায়, পুঞ্জীভবন দু'ভাবে হয়ে থাকে : একটি হলো পুঁজির বৃদ্ধির (আত্মসাৎ করার) স্বাভাবিক নিয়মে

উৎপাদন পদ্ধতিকে বাড়িয়ে তোলার মাধ্যমে; অপরটি হলো বলপ্রয়োগ করে সরাসরি লুট (বাজেয়াপ্তকরণ) করার মাধ্যমে, যে বর্বরতাকে মার্কস পুঁজির পুঞ্জীভবনের আদিম পদ্ধতি বলেছেন। আদিম পুঞ্জীভবনকে প্রায়শই ভুলভাবে একধরনের ঐতিহাসিক স্তর হিসেবে ব্যাখ্যা করে আদিম বনাম আধুনিকের লড়াই হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মার্কস এবং মার্কসবাদীদের মতে, আদিম পুঞ্জীভবন একধরনের বিশ্লেষণমূলক ধারণা যা পুঁজিবাদের সাধারণ নিয়মের সঙ্গেই ঐতিহাসিকভাবেই সহাবস্থান করে। অতীতে আদিম সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া বিভিন্ন চেহারায় হাজির হয়েছে— এর মধ্যে রয়েছে সরাসরি উপনিবেশ স্থাপনও। আদিম পুঞ্জীভবনের আগ্রাসী প্রকৃতি যে কোন সময়েই আন্তর্জাতিক শ্রেণিশক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভারসাম্যের উপর সরাসরিভাবে নির্ভরশীল। হয় তা পুঁজিবাদী বর্বরতাকে মেনে নেয় অথবা তাকে দমন করে। সমকালীন সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান পর্যায়ে এই আদিম পুঞ্জীভবনের বর্বরতা আরও ঘনীভূত হয়েছে, যার জেরে উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় বিশ্বেই জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন।

মুনাফাকে নিরন্তর বাড়িয়ে নিতে পুঁজিবাদের লুটেরা চরিত্র প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অসাম্য বাড়াচ্ছে। একইসঙ্গে বিশ্বের শ্রমজীবী জনতা এবং দরিদ্রের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপর তা আরও দুর্দশা চাপিয়ে দিচ্ছে। বর্তমান ব্যবস্থাগত সংকট থেকে বেরিয়ে আসার প্রতিটি প্রচেষ্টাই স্বভাবত গভীরতর সংকটের নতুনতর পথে ঠেলে দিচ্ছে। পুঁজিবাদী পথে বিকাশের নিয়মের প্রকৃতিরই ফলে তা ঘটছে।

আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে নিজ নিজ দেশের মধ্যে সংগ্রাম এবং বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম— উভয় সংগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। বর্তমান নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে আন্তর্জাতিক স্তরে তীব্রতর অর্থনৈতিক শোষণ বিরোধী সংগ্রামকে যুক্ত করতে হবে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক আগ্রাসন বিরোধী সংগ্রাম এবং বিশ্বের নানা প্রান্তে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে। গড়ে তুলতে হবে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন।

বিপ্লবের স্তরসমূহ

পুঁজিবাদী বিকাশের তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকা দেশ রাশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ভেঙেছিল অক্টোবর বিপ্লব। তখনও পর্যন্ত ধারণা ছিল, সমাজতন্ত্রের অভিমুখে উত্তরণ শুরু হবে পুঁজিবাদের অগ্রবর্তী কেন্দ্রগুলি থেকে। জার্মানিতে বিপ্লবের পরাজয়ের দরুন তা ঘটেনি । লেনিন আশা করেছিলেন, জার্মানির অগ্রবর্তী শ্রমিক শ্রেণি সামাজিক রূপান্তরের পথে রাশিয়ার পিছিয়ে থাকা শ্রেণিকে নেতৃত্ব দেবে। এটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখাই গুরুতর চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়। এক দেশে সমাজতন্ত্রের ধারণার মাধ্যমে লেনিন পশ্চাদপদ অর্থনীতির দেশে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রস্তুতির জন্য বিপ্লবের স্তরের ধারণার বিকাশ ঘটান। বিপ্লবের গণতান্ত্রিক স্তর এবং তার সমাজতান্ত্রিক স্তর অভিমুখে উত্তরণের তত্ত্ব বিকশিত হয় অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে। আজকের প্রেক্ষাপটেও আমাদের কাছে বিষয়টি প্রাসঙ্গিক।

সি পি আই (এম)-র পার্টি কর্মসূচি আমাদের বিপ্লবের বর্তমান স্তরকে চিহ্নিত করেছে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের বাস্তবায়ন হিসাবে। অর্থাৎ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়কার অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন করা। এগুলি হলো : (ক) সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন থেকে ভারতকে মুক্ত করা, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্তব্য; (খ) সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের শোষণের বন্ধন থেকে ভারতের জনগণের বিরাট অংশকে মুক্ত করা, অর্থাৎ জমিদারি ব্যবস্থা বিরোধী কর্তব্য; (গ) ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়ার নেতৃত্বাধীন বর্তমান শাসক শ্রেণিকে ক্ষমতাচ্যুত করা, অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজি উপরোক্ত দুটি লক্ষ্যপূরণে বাধার সৃষ্টি করছে, তাই একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী কর্তব্য।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্তব্য, জমিদারি ব্যবস্থা বিরোধী কর্তব্য এবং একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী কর্তব্য— এই তিনটি কর্তব্য সফলভাবে সমাপন করতে হবে। তবেই শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বাধীন শ্রেণিশক্তিগুলির পক্ষে বর্তমান বুর্জোয়া-জমিদার শাসক শ্রেণিগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিপ্লবের গণতান্ত্রিক স্তরে জয়লাভ সম্ভব।

শ্রমিক-কৃষক জোট

অক্টোবর বিপ্লব দেখিয়ে দেয় যে, একটি পশ্চাদপদ দেশে বিপ্লবের সাফল্য একমাত্র বৈপ্লবিক লক্ষ্যপূরণে শ্রমিক ও কৃষকের জোট গঠন ও সেই জোটকে শক্তিশালী করার মাধ্যমেই সম্ভব। প্যারি কমিউনের সময় শাসক শ্রেণি কৃষকদের কমিউনার্ডদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে সমবেত করতে পেরেছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে লেনিন স্পষ্টভাবে দেখান যে, কৃষি ক্ষেত্রে ও গ্রামাঞ্চলে শোষিত শ্রেণিগুলিকে বিপ্লবের সহযোগী হিসাবে দৃঢ়ভাবে জোটবদ্ধ করা প্রয়োজন। সামাজিক রূপান্তরের সংগ্রামে আজকের বিপ্লবীদের হাতে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক জোট শক্তিশালী অস্ত্র। সি পি আই (এম)-র পার্টি কর্মসূচিতে কৃষি বিপ্লবকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে শ্রমিক শ্রেণি। এই বোঝাপড়ার মধ্যে কেন্দ্রে রয়েছে শ্রমিক-কৃষক জোট গঠন ও তাকে বিকশিত করার বিষয়টি। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য অর্জনের জন্য তা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

ভারতে আমাদের সময়ের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই বিষয়টাকে প্রতিটি পার্টি কংগ্রেসে বারংবার জোর দেওয়া হয়েছে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যপূরণে অগ্রগতির জন্য শ্রমিক-কৃষকের জোট গঠন ও তাকে শক্তিশালী করা একান্তই গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের অভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক সংগ্রামকে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করা

লেনিনের 'জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে থিসিস'-এ উপনিবেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিশ্বব্যাপী মুক্তি সংগ্রামের সংযুক্তির বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অক্টোবর বিপ্লবকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণি ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম উভয়ের আন্তর্জাতিকতাবাদই ভিন্নভাবে প্রাসঙ্গিক আজকের পরিপ্রেক্ষিতেও।

আমরা দেখছি, ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় থেকেই বিশ্ব পুঁজিবাদ সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে পদক্ষেপই নিক না কেন তা সবই নতুনতর ধাঁচে গভীরতর সংকটে পর্যবসিত হচ্ছে। এই সংকটের বর্তমান পর্যায় থেকে বেরিয়ে আসতে শ্রমিক শ্রেণি ও শ্রমজীবী জনতার ঘাড়ে অভূতপূর্ব 'ব্যয়সংকোচ পদক্ষেপ' চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আয়ের বর্তমান স্তর এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনগুলিকেও নস্যাৎ করা হচ্ছে। ব্যাপক হারে মজুরি ছাঁটাই করা হচ্ছে, পেনশন ও সামাজিক সুরক্ষাখাতে ব্যাপক ব্যয়বরাদ্দ ছাটাই করা হচ্ছে। অন্যভাবে বললে, পুঁজিবাদ সর্বদাই যা করে, বিশ্ব

পুঁজিবাদ তাই করছে। তীব্রতর অর্থনৈতিক শোষণের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে নিজের সংকটমুক্তির জন্য। এটা নিশ্চিত করতে সাম্রাজ্যবাদের দরকার বিশ্বব্যাপী তার রাজনৈতিক আধিপত্য তীব্রতর করা। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে তীব্রতর করেই তা সম্ভব।

বহু দেশেই আজ এই সংকটের ফলে আরোপিত নয়া আর্থিক বোঝা এবং অর্থনৈতিক শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণি ও শ্রমজীবী মানুষের সুবৃহৎ প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। সি পি আই (এম)-র গত একবিংশ কংগ্রেসে আমরা বলেছিলাম যে, এইসব লড়াই-সংগ্রাম মূলত রক্ষণাত্মক চরিত্রের। রক্ষণাত্মক এই অর্থেই যে তা মূলত জীবন যাপনের বিদ্যমান স্তর ধরে রাখতে এবং গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে নতুন করে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে। তবু আজকের এই সংগ্রামগুলিই সেই ভিত্তি যার উপরই পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ সংগ্রামগুলিকে শক্তিশালী এবং তীব্রতর করা প্রয়োজন হবে।

পুঁজিবাদের সংকট যত তীব্র হোক না কেন পুঁজিবাদ আপনা থেকে ভেঙে পড়বে না। তা সর্বদাই শোষণ তীব্রতর করে এবং উৎপাদিকা শক্তি কিছুটা পরিমাণ ধ্বংস করে সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। সুতরাং, পুঁজিবাদকে উৎখাত করা দরকার। শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে সমাজে বস্তুগত শক্তিকে শক্তিশালী করতে পারার উপরই পুঁজিবাদকে উৎখাতের বিষয়টি নির্ধারকভাবে নির্ভরশীল। শ্রমিক শ্রেণিই পারে গণসংগ্রামের মাধ্যমে শ্রেণি সংগ্রামকে তীব্র ও শক্তিশালী করে পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আঘাত হানতে। বস্তুগত শক্তিকে গড়ে তোলা এবং তার শক্তিই হলো 'বিষয়ীগত উপাদান'— যে উপাদানকে আবশ্যিকভাবে শক্তিশালী করতেই হবে। যেরকম লেনিন বলেছিলেন। বিষয়গত উপাদান (অবজেকটিভ ফ্যাক্টর) অর্থাৎ সংকটের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি যতই বৈপ্লবিক অগ্রগতির উপযোগী হোক না কেন, বিষয়ীগত উপাদানকে (সাবজেকটিভ ফ্যাক্টর) শক্তিশালী না করে সেই বিষয়ীগত উপাদানকে পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক আঘাতে রূপান্তরিত করা যাবে না।

বিষয়ীগত উপাদনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে শ্রেণিসংগ্রাম আরও ধারালো করতে এবং এইসব প্রকৃত পরিস্থিতির মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রতিটি দেশে শ্রমিক শ্রেণিকে অন্তর্বর্তীকালীন অনেক স্লোগান, পদক্ষেপ এবং কৌশল নিতে হবে। এভাবেই নিজের নিজের দেশে বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আমাদের পার্টির শতবর্ষ উদ্‌যাপন এবং আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শগত কর্মকাণ্ডের অগ্রগতির ভিত্তি সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন এবং ভারতীয় পরিস্থিতিতে বিষয়ীগত উপাদানকে (সাবজেকটিভ ফ্যাক্টর) শক্তিশালী করা — এই উভয় কাজই। পার্টির বিশতম কংগ্রেসে গৃহীত মতাদর্শগত প্রস্তাবে সি পি আই (এম) বিষয়ীগত উপাদানকে (সাবজেকটিভ ফ্যাক্টর) শক্তিশালী করার জন্য যে ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করেছে সেগুলি আমাদের মনোযোগ দাবি করে। একবিংশতিতম কংগ্রেসে আমরা পার্টি সংগঠনকে চাঙা করতে সাংগঠনিক প্লেনাম আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। প্লেনাম সিদ্ধান্ত নেয় যে সি পি আই (এম) গণলাইন সম্পন্ন বিপ্লবী রাজনৈতিক দল। ভারতীয় জনগণের সঙ্গে আমাদের সংযোগকে আরও গভীর করতে হবে এবং এভাবেই ভারতীয় পরিস্থিতিতে বিষয়ীগত উপাদানকে (সাবজেকটিভ ফ্যাক্টর) শক্তিশালী করতে হবে।— এটাই প্লেনামের নির্দেশ।

সেই লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টায় অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষের বর্ষব্যাপী উদ্‌যাপন অবশ্যই যথেষ্ট অবদান রাখবে।